ফরাক্কাঃ

মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ফরাক্কা আজ কেবল পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষেই নয় সমগ্র বিশ্বেই এক সুপরিচিত নাম। দুই কিলোমিটার দীর্ঘ ৫৫ মিটার প্রশস্ত বিশ্বের দীর্ঘতম নদীবাঁধ (ব্যারেজ) তৈরী হয়েছে এই ফরাক্কায়। এই বাঁধটি প্রযুক্তি(বিদ্যার এক বিস্ময়কর নিদর্শন। ফরাক্কা ব্যারেজের পর এখানে নির্মিত হয়েছে এক বিশাল তাপবিদ্যুত কেন্দ্র। ফরাক্কা আজ জেলার একমাত্র শিল্প নগরী। ফরাক্কার অতীতও অশেষ গৌরবময়। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীনতম ইতিহাস ও সভ্যতার নিদর্শনও এই ফরাক্কাতেও পাওয়া গিয়েছে।

ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের কাজ ১৯৬৩ সালে আরম্ভ হয়ে শেষ হয় ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে। বাঁধ থেকে আহিরণ পর্যন্ত ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ২০০মিটার প্রশস্ত একটি খাল (ফীডার ক্যানেল) কেটে গঙ্গাকে ভাগীরথীর সঙ্গে যুক্ত(করা হয়েছে। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কার্য শু(হয়ে১৯৮২ তে প্রথম পর্যায়ের কাজ (মোট ৬৩০ মেগাওয়াট (মতা সম্পন্ন) শেষ হয়। পরে ৫০০ মেগাওয়াট শক্তি(সম্পন্ন আরও দুটি ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। জাতীয় তাপবিদ্যুৎ নিগম কর্তৃক স্থাপিত এত বড় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পূর্বে ভারতে আর নাই।

ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের সময় ফরাক্কায় একটি উপনগরী গড়ে উঠেছে। এই বাঁধের উপর দিয়ে রেলপথ এবং ৩৪ নং জাতীয় সড়ক প্রসারিত হয়েছে ফলে কলকাতা এবং দ(ণবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও আসামের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হওয়ার ফলে ফরাক্কায় কর্মসূত্রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু মানুষের সমাগম হয়েছে। ফলে আরও তিনটি উপ নগরী গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও একটি কলেজও এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিউ ফরাক্কা জংশন স্টেশন দিয়ে রেলপথে ভারতের বহু স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ফরাক্কা ব্যারেজ টাউনশিপের লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ২২,০০০(২০০১)।